27

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 JUL 1997
পৃঃ ৪ কলাম ৬

বিএড কোর্স প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পর দীর্ঘদিন বেকার জীবনযাপন করিতেছি বিধায় অন্ততঃ হাইস্কুলে একটা চাকুরী পাইব, এই আশায় বিএড ট্রেনিং করার সিদ্ধান্ত নেই। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে বিএড-এ ভর্তি হইব স্থির করি। আমরা জানি ঢাকায় তিনটি বি,এড কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি পাইয়াছে। উহাদের একটি খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ টি,টি কলেজ, দ্বিতীয়টি হইল এম,টি,টি, আই যাহা উত্তরায় অবস্থিত ছিল, বর্তমানে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে সেটিতে তালা ঝুলিতেছে। তৃতীয়টি হইল এ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এডুকেশন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ইনষ্টিটিউট। এটিও উত্তরায় অবস্থিত। কিন্তু এ কয়টি ছাড়াও ঢাকার ফার্মগেইটস্থ ইন্দিরা রোডে একটি, কলাবাগানে একটি ও লালমাটিয়ায় একটি (আরও আছে কিনা তাহা আমার জানা নেই) টিটি কলেজ আছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। সম্প্রতি এই তিনটি কলেজ পত্রিকায় ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দিয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, শেষোক্ত তিনটি টিটি কলেজ কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত? এই তিনটি কলেজে বিএড করিলে সেই ডিগ্রী কি চাকুরী ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হইবে? আরো প্রশ্ন কলেজ তিনটি যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহারা ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করিল? উক্ত কলেজ তিনটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কিনা এবং উহাদের প্রদত্ত ডিগ্রী গ্রহণযোগ্য হইবে কিনা এব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন জানাইতেছি। তাহা না হইলে এই সকল টিটি কলেজে ভর্তি হইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতারিত হইবার আশংকা থাকিয়া যাইবে।

—জিয়াউল আমিন জিবু, আর/৩৮, নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।